প্র কা শ ক থা

প্রধানত ‘হেজাজ’-এর উদ্দেশ্যে বের হলেও মোহাম্মদ বদরুদ্দোজার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আসলে প্রায় গোটা আরব দুনিয়ার। তাতে সিরিয়া, ইজিপ্ট, ইরাক আছে, আছে ফিলিস্তিনের জেরুসালেম, হাইফা, গাজ়া (সে সময়ে ইসরায়েল নামে কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না)। ১৯১৩-১৪-য় অবিভক্ত ভারতের, অধুনা বাংলাদেশের, কক্সেসবাজার-নিবাসী এই ‘দীনাতিদীন’ ভ্রামণিকের না ছিল বিদেশ-ভ্রমণের কোনও অভিজ্ঞতা, না লেখালিখির। নজর করার মতো বিষয় হল, তাঁর আখ্যান শুরু হয়েছে, বলতে গেলে শেষও হয়েছে, রাহা-খরচের পাইপয়সার হিসাব দিয়ে! দিব্যি বোঝা যায় যে হৃদয়বান মানুষটি খুব বেশি করে ভেবেছেন তাঁর মতো সাধারণ মানুষজনের কথা; ভ্রমণকালে তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয়, সেই ভেবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছেন দীর্ঘ সফর-পথের অনুপুঙ্খ আর সঙ্গে নেওয়ার আবশ্যক জিনিসপত্রের তালিকা। আর তাতেই একটুকরো সময়ের ছবি চমৎকার ফুটে উঠেছে—এদেশের ও বিদেশের—যাত্রাপথ, যাত্রামাধ্যম, শহর, বাজার, এবং মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মস্থান আর মানুষজনের মিশেলে।

ভূমিকা

বাঙালি হিন্দু এবং উর্দুভাষী মুসলমান—দুই ধরনের লেখকগোষ্ঠীর কাছেই বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চা প্রান্তিক থেকেছে দীর্ঘকাল যাবৎ। সৈয়দ আলাওল থেকে মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ এক অর্থে ব্যতিক্রমীরূপেই চিহ্নিত হয়েছেন। ১৯১১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হলে বাংলাভাষী মুসলিমদের সাহিত্যচর্চা *মোসলেম ভারত*, *সওগাত*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*-এর হাত ধরে বিকশিত হয়। বাঙালি মুসলমানেরা মাতৃভাষায় নিজেদের সাহিত্য রচনার উন্নতিকল্পে দৃঢ়বদ্ধ হন। তবে আরও আগেই ১৮৮৭ সালে শেখ আব্দুর রহিম বাংলা ভাষায় হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি লিখেছিলেন এবং আরবি থেকে কোরাণের বঙ্গানুবাদ (১৮৮১-৮৬) করেছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ১৯২৬ সালে মহম্মদ লুৎফর রহমান, বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন, কাজি ইমদাদুল হক প্রমুখের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ স্থাপন করেন কাজি আবদুল ওয়াদুদ ও আবুল হুসেইন।

উল্লিখিত প্রত্যেকেই অন্তত কলকাতা বা ঢাকার আলোকবৃত্তে বা তার সন্নিধানে থাকা মানুষ। এই গ্রন্থের লেখক সর্বার্থেই

TRAVELS AND OBSERVATIONS

ON

Arabia (Headjaz), Syria, Palestine (Jerusalem or Baitul Moquddes), Egypt and Baghdad.

EDITED BY

MOHAMMED BADRUDDUJA.

Ramu—Chittagong.

BENGAL LIBRARY

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

আরব (হেজাজ), সিরিয়া (শাম), বয়তুল মোকদ্দস (জেরুসালম), মিসর (ইজিপ্ট) এবং বোগ্দাদ ভ্রমণ ও দর্শন।

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা কর্ত্তৃক

প্রণীত।

চট্টগ্রাম, কাক্স্‌বাজার হইতে

হাজী মোহাম্মদ সইতুর রহমান মিঞা দ্বারা

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা—১৫৯নং কড়েয়া রোড্; রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

সূচি-পত্র।

আত্ম-নিবেদন ১৫। খরচের তালিকা ১৭। পথের দূরত্ব ২০। সূচনা ২৪। সঙ্কল্প ২৬। হজ্জ হইতে লব্ধ উপদেশ ২৯। সর্ব্বাগ্রে পালনীয় কর্ম্ম ৩১। হজ্জ-যাত্রা ৩২। হজ্জ-যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময় ৩৪। সময়ের পার্থক্য ৩৫। আরব সাগর ৩৭। আদন ৪০। কামরান ৪২। লোহিত সাগর ৪৪। আরব দেশ ৪৬। জেদ্দা ৪৮। সম্মানিত কাবা মন্দির ৫০। হজ্জ-ব্রত সমাপন ৫২। সম্মানিত স্থান সমূহের লিষ্ট ৫৬। প্রার্থনা গ্রহণ হওয়ার স্থান ৫৭। মদিনার গৌরব ৫৮। মদিনায় গমন ৬০। মদিনা দর্শন ৬২। জেয়ারত করার স্থান ৬৪।

সিরিয়া(শাম) ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ৭২। সিরিয়া যাত্রা ৭৪। রেল ষ্টেসনের বিবরণ ৭৫। তবুক ৭৮। দামেস্কস্-দর্শন ৮২। জাম্যে দামেস্কস্ ৮৪। বাজার ৮৬। ভ্রমণ ও সম্মানিত স্থান সমূহ দর্শন ৮৮। সমাধি ও সম্মানিত স্থান ৯০। বৈরুত গমন ১০০। বৈরুত ১০২।

বয়তোল্ মোকদ্দস ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ১০৮। ইয়াফা (জাফা) ১০৯। ওস্মানী কুদ্দুসী রেলওয়ে ১১১। বয়তোল্ মোকদ্দস্ ১১৩। মস্জেদুল্ আক্সা ১২০। জ্বেনের কারাগার ১২২। তাক্ইয়া ১২৪। সমাধি ও সম্মানিত স্থান দর্শন ১২৫। খলিল রহমান ১২৬।

মিসর(ইজিপ্ট) ভ্রমণ। পোর্ট সয়ীদ [মিশরের সুবিখ্যাত বন্দর] ১৩৪। পোর্ট সয়ীদ১৩৬। ব্রিটিশ কন্সল্ ১৩৭। আলেক্জেন্দ্রিয়া ১৩৮। রেলে ভ্রমণ ১৪১। মিসর ১৪৩। মাদ্রাসায় জামেউল্ আয্হার ১৪৪। মস্জেদ ১৪৫। পশুশালা ১৪৭। নীল নদী ১৪৮। পিরামিড্ ১৪৮। সুয়েজ প্রণালী ১৫০। মসাবা ১৫১।

বোগ্দাদ ভ্রমণ। পূর্ব্বাভাষ ১৫৬। হাম্স্ ১৫৭। আলেপ্পো ১৫৭। কারবালা ১৫৮। বোগ্দাদ দর্শন ১৬০। বাব-শেখ ১৬১। বস্রা ১৬২। বস্রা হইতে বোম্বাই প্রত্যাগমন ১৬৩। সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ১৬৫।

মোটামুটি ভাবে খরচের তালিকা।

চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার রেলভাড়া ৫৲-৬৲, খোরাকী ও কুলি ২৲, কলিকাতার খোরাকী ও বাজে খরচ ৩৲, বোম্বাইর ভাড়া ১৫৷৷৶৫, রেলে খরচ ৩৲, বোম্বাইএ খোরাকী ও বাজে খরচ ১০৲, পাসপোর্টের ফিস ৩৲, মোট ৪১৷৷৶০। ষ্টীমার ও পথের জন্য বাজার:—বিস্কুট ২৲, মিশ্রী ১৷৷৵০, চা ১৲, চার কেতলি (এল্‌মোনিয়মের) ১৷৵০, (চার প্যালা-তস্তরি, চামচ এবং বর্ত্তন (বাসন) প্যালা গ্লাস লইতে হইবে), মাখন কিম্বা পনির ১৲, এল্‌মোনিয়মের ডেক্‌চি ২টী ২৷০, তামার লোটা ১৷৷০, জলের জন্য বড় টীন ৷৵০, টিনের চিলম্‌চি ৶০, প্রস্রাব দান ৶০, বালটী ৷৶০, রজ্জু ২ গাছি ৷৶০, মাটির সুরাহি ৷০, ছাবুন ৷৷০, কেচী ৶০, আয়না ৶০, সুই ও সুতার গুলি ৶০, ক্ষুর ৷৷৵০, সৌগন্ধ তৈল ৷০, আতর ৷৷০, আচার ২ বোতল ৷০, সাগু ৷০, চিরতা ৵০, দেসালাই ৶০, কাগজি লেবু ৷৵০, চাকু ৷৷৵০, কাফন ও এহ্‌রামের কাপড় ২০ গজ (৪০ হস্ত) ৬৲, বিছানার সতরঞ্জি ১৷০, চাউল ৷৷০৵৩৲, মসুরের ডাল ৷৷০, বিলাতী আলু ৷৷৶০, পেয়াজ ৷০, ঘৃত ৫৲, লবণ ৵০, এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ৷৶০, মোরগ ৫৲, কপি, বর্ষাফল ইত্যাদি

প্রথম ভাগ ।। প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাষ।
সূচনা।

পরম করুণাময় খোদাতালার ৫ম আদেশ প্রতিপালনার্থ এই ভ্রমণ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রেরিত মহাপুরুষের (দঃ) সমাধি দর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনিই বলিয়াছেন, "আমার লোকান্তর গমনের পর যে ব্যক্তি আমার সমাধি দর্শন করিবে, তাহার এরূপ বরকত (সমৃদ্ধি, সম্মান) লাভ হইবে যে, সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দর্শন করিল।" বয়তোল্ মোকদ্দস্ বা জেরুজেলেম যাহা সুপবিত্র এবং পুণ্যাধার বলিয়া তৃতীয় তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত, এবং সহস্র সহস্র খোদা-প্রেরিত মহাপুরুষ (পয়গম্বর) গণের পবিত্র লীলাভূমি ছিল—যে স্থানের মস্‌জেদে-আক্‌সা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বকে সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া খোদাতালা স্বীয় পবিত্র কোরাণে মুজিদে বলিয়াছেন, তাহাও দর্শন করা ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিতে ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই স্পৃহা বলবতী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অবস্থা না জানায় ভীরুতা প্রদর্শন করেন। আবার যাঁহারা তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া থাকেন, তাঁহারাও অনভিজ্ঞতা হেতু রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া